মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক ও বালিকা) উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বেলুন উড়িয়ে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. ফারুক উদ্দিন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী শফিকুল রহমান, জহুরুল হক, এহসানুল হাবীব, আশরাফুল আলম এবং ওবায়দুল্লাহ।

মেহেরপুরে বিএনপি’র মিছিল ও সমাবেশ

“সবার আগে বাংলাদেশ, জনগণের সঙ্গে থাকুন, জনগণকে সঙ্গে রাখুন” বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে মিছিল ও সমাবেশ করেছে পৌর, সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়ে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিদ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ মেহেরপুর বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।
এসময় তিনি বক্তব্যে বলেন, ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। মেহেরপুরে জেলা বিএনপির কমিটি নিয়ে কোনরকম ষড়যন্ত্রকে ছাড় দেওয়া হবে না। আপনারা বলেছেন ঘরে বসে কমিটি হবে, এখনই পদ পদবি বিক্রি করছেন। ঘরে বসে কোন কমিটি হবে না। কমিটি হবে প্রকাশ্যে শামসুজ্জোহা পার্কে, জনগণের সামনে। মানুষ উত্তর দেবে, মানুষ জেগেছে মানুষ জাগছে, জনগণের কথা হবে শেষ কথা।

গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ।

তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

মুজিবনগরে ওয়ারেন্টভুক্ত ১ আসামি গ্রেফতার

মুজিবনগরে সি আর মামলার এক ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার দিবা গত রাত্রে অভিযান চালিয়ে সিআর ৫৫২/২২ মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি উপজেলার কোমরপুর গ্রামের পুলন এর ছেলে কালামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান জানান, মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালত এর আদেশক্রমে সি আর মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি কালাম কে গ্রেফতার করে আজ শনিবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুর ছাত্রদলের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল

দেশের বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানির নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে সমাপ্ত হয়।

এ সময় তারা, “হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই?’, ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘নিষিদ্ধ লীগের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘সন্ত্রাস লীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অ্যাকশন,” ছাত্রলীগের গুন্ডারা হুশিয়ার, সাবধান ইত্যাদি স্লোগান দেন।

জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি বলেন, আওয়ামী লীগের দোসররা বিভিন্ন ভাবে অরাজকতা করার চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ছাত্রদল কিন্তু এখনো রাজপথে রয়েছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যদি ভেবে থাকে আমরা দমে গিয়েছি তাহলে তারা ভুল করছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বার্তা দিতে চাই, তারা যেন কোনভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না করার চেষ্টা করে। আমরা তাদের প্রতিহত করার জন্য রাজপথে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

প্রতিবাদ মিছিলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদ বিন রফিক সিজার, সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, সাবেক ছাত্রনেতা

মনি, জনি, সজল, চঞ্চল, মোমিন, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, সোহাগ, রকি,পৌর কলেজ শাখার ছাত্রনেতা সজিব, বাধন, ফারদিন, রাব্বি, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রনেতা সালমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রনেতা জয়নাল, স্বাধীন, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রনেতা আশিক, সুইমসহ জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে এ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ১৩/০১/২০২৫ সোমবার। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে ১৪/০১/২০২৫ মঙ্গলবার। চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশিত হবে ২০/০১/২০২৫ সোমবার। নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ০৭/০২/২০২৫ শুক্রবার।

এবারের নির্বাচনে সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য পদে প্রতিযোগিতা হবে। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা আশা করছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে একটি যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, যা ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আব্দুস সালাম জানান, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে মানবাধিকার সংগঠন মউক এর সাধারণ সভা

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের “মউক” ৫৫ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ৩ টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের “মউক” হলরুমে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মউক এর নির্বাহী পরিষদের সভাপতি মোঃ ছায়ফুল ইসলাম। সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় আগামী ৩ বছরের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়, মোঃ ছায়ফুল ইসলামকে সভাপতি ও আশাদুজ্জামান সেলিমকে সাধারণ সম্পাদক পদে সদস্যদের সরাসরি প্রস্তাবে নির্বাচিত করা হয়।

সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করেন পরিষদের সদস্য সাদ আহাম্মদ, মুরাদ হোসেন ও সানজিদা কাজল। সংস্থার বর্তমানে বিভিন্ন বাস্তবায়িত কর্মসূচি গুলি নিয়ে পর্যালোচনাসহ আগামীতে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মসুচি গ্রহন করা হয়। সাধারণ সভায় সংস্থার সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

মেহেরপুরে ভৈরব নদীতে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ভৈরব নদী থেকে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ২ টায় সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের হিতিমপাড়া এলাকার ভৈরব নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভৈরব নদীতে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে নদীপাড়ে নিয়ে আসে এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তাদের ধারনা সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতক অবৈধ সন্তান লোকলজ্জার ভয়ে কেউ নদীতে ফেলে দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন বলেন, সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ বৈভর নদীর পাড়ে রয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করা জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এঘটনা রহস্য উৎঘটনে কাজ করছে পুলিশ।

মেহেরপুরে জমিতেই নষ্ট হচ্ছে ফুলকপি, লোকসানে কৃষক

মেহেরপুরে উৎপাদিত সবজির দাম ও ক্রেতা না থাকায় জমিতেই নষ্ট হচ্ছ ফুলকপি। জমি পরিষ্কার করতে ফুলকপি এখন গো খাদ্য হিসেবে নিচ্ছেন স্থানীয়রা ।

কৃষকরা জমি পরিষ্কার করে অন্য আবাদ করতে প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। অনেক স্বপ্ন নিয়ে শীতকালীন ফুলকপি চাষ করেছিলেন চাষিরা। কিন্ত এখন উৎপাদন খরচ মিটছে না। এতে লোকসানে ঋনের বোঝা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন যাচ্ছে মেহেরপুরের ফুলকপির চাষিদের।

জানা গেছে, স্বল্প খরচে বেশি মুনাফা পাওয়ার আশা নিয়ে রোপন করা ফুলকপির এখন লোকসানে ফেলেছে চাষিদের।
কৃষকরা বলছেন, প্রতি বছর শীতকালীন সবজি হিসেবে ফুলকপির চাহিদা থাকে। চাহিদা থাকায় দামও ভালো পান তারা। লাভের আশায় চলতি মৌসুমেও অনেকেই ফুলকপির চাষাবাদ করেছেন। কিন্তু এ বছর নানান জাতের সবজিতে বাজার ভরে যাওয়ায় উৎপাদন ভালো হলেও মুনাফার অংক শূন্যের ঘরে।

প্রতিটি কপির উৎপাদন খরচ পড়ে ৭/৮ টাকা। সেখানে বর্তমান বাজারে চাষিদের ক্ষেতে প্রতি পিস ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ৩/৫ টাকায়। ফলে উৎপাদন খরচের অর্ধেকও উঠছে না। এছাড়া চাষিদের পারিশ্রমিকও প্রায় শূন্য। যারা ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করেছেন তারা তা কীভাবে শোধ করবেন তা নিয়ে পড়েছেন দুর্ভাবনায়।

মেহেরপুরের সাহারবাটি সবজি গ্রাম নামে খ্যাত। সেখানেও কপির চাষ করেছেন চাষিরা। এছাড়া সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়ও প্রচুর চাষাবাদ হয় ফুলকপি ও বাঁধাকপির। এ জেলার চাহিদা মিটিয়ে মেহেরপুরের চাষিদের উৎপাদিত ফুলকপি রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের পাইকারি বাজারে বিক্রি হয়। জেলার চাষিরা ক্ষেতেই এসব ফসল বিক্রি করেন পাইকারদের কাছে। তারা ট্রাক বোঝাই করে ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করেন। মেহেরপুর থেকে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক ট্রাক ভর্তি হয়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। অথচ এবছর ট্রাক ভাড়া না উঠায় দুএকটা করে ট্রাক যাচ্ছে ঢাকা,চট্রোগ্রাম, বরিশাল, ফেনি ও সিলেট জেলায়।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জেলায় এবছর ফুলকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ১২০ হেক্টর, বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ৬০ হেক্টর এর মধ্যে গাংনী উপজেলায় বিভিন্ন মাঠে ১৬০ হেক্টর ফুলকপি এবং ১৫৫ হেক্টর বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে।

গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রামের চাষি শরিফুল ইসলাম বলেন, আমরা গত বছর ৬ বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করে বিঘাপ্রতি লাভ পেয়েছিলাম সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লাভ হয়েছিল। সে আশায় এবার ১১ বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করেছিলাম। সময়মত বিক্র করতে না পারায় জমিতেই সব কপি নস্ট হয়ে গেছে।

ভাটপাড়া গ্রামের কৃষক রেজাউল হক, নওপাড়া গ্রামের কৃষক লাভলু বলেন, দুই বিঘা জমিতে শীতকালীন ফুলকপির আবাদ করেছিলাম। একেকটি

কপির ওজন হয়েছিল দেড় থেকে দুই কেজি ওজন। ক্রেতা নেই তাই জমি ছেড়ে চলে এসেছি। অনেকেই গরু ছাগলের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সার ও কীটনাশকের দোকানর বকেয়া, জমির লিজ খরচের টাকা নিয়ে খুব বিপদে আছি।

সাহারবাটি গ্রামের কৃষক শিরাজুল ইসলাম জানান, দুই বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করেছিলাম।৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। দুই বিঘা জমিতে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সব টাকায় লোকসান। পরে জমি পরিষ্কার করতে শ্রমিক খরচ হয়েছে। কলোনিপাড়ার কৃষক আলমগীর হোসেন বলেন, দেড়বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি করতে না পেরে জমিতে নস্ট হচ্ছে। নেয়ার লোক নাই,খাওয়ারও মানুষ নাই।

সাহারবাটির আজিজুল বলেন, ৩০ শতাংশ জমিতে ফুলকপির চাষ করেছি। এ জমিতে রোপণ করা ৫ হাজার চারায় উৎপাদন খরচ পড়েছে প্রতি পিস ৭/৮ টাকা। এখন ফুলকপির দাম প্রতি পিস ক্ষেতে বিক্রি করতে হচ্ছে ৩/৪ টাকা দামে। এটা এমন ফসল, পরিপক্ক হলে আর ক্ষেতে রাখা যায় না। রাখলে ক্ষেতেই নষ্ট হয়। উৎপাদন খরচই পাচ্ছি না। এর ওপর ঋণের বোঝা রয়েছে। ঋণ পরিশোধ করব কী দিয়ে, আবার পরিবারের খরচসহ আগামীতে ফসল উৎপাদনের টাকাও রইল না। বেশি দামে বীজ-সার কিনে কম দামে ফসল বিক্রি করলে তো মূলধন হারিয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী ইদ্রিস আলী বলেন, আমরা যে দামে কফি কিনে ঢাকা ও চট্রোগ্রামে নিয়ে যাচ্ছি তাতে ভাড়ার টাকা হচ্ছেনা। দুবার লোকসান দিতে হয়েছে। শ্রমিক সর্দার মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রতিবছর এসময় ট্রাক লোড করে ৫০/৬০ হাজার টাকা আয় করতাম।এবছর কাজ করছি কিন্ত কফি চাষিরা শ্রমিক খরচ দিতে পারছেনা। দুএকটা ট্রাক লোড করছি অনেক গৃহস্থ ঘরে থেকে টাকা পরিশোধ করছেন। এদিকে মেহেরপুরের কৃষকদের হতাশা দেখে “স্বপ্ন’ নামের একটি সংগঠন ইতোমধ্যে কৃষকদের সাথে সরাসরি ১০ হাজার পিচ ফুলকপি কিনেছেন ৫ টাকা পিচ দরে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা হরিরামপুরের ফুলকপি চাষি রাকিব হোসেন জানান, এ বছর আমি চার বিঘা জমিতে ফুলকপি চাষ করেছি। একবিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করতে খরচ হয়েতে ২৫ হাজার টাকা। সাথে রয়েছে শ্রমিক ও পরিবহন খরচ। লাভের মুখ দেখছি না উল্টো জমিতে ফুলকপি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল । সেখানে আশার মুখ দেখালো সুপারশপ স্বপ্ন । আমাদের থেকে ১০ হাজার পিস ফুলকপি কিনেছেন তারা। তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

স্বপ্ন’র মেহেরপুর আউটলেট অপারেশন ম্যানেজার মাজেদুল হক বলেন,

আমরা ফুলকপি চাষিদের দুর্ভোগের কথা জানতে পেরেছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে। আমরা মেহেরপুরে বেশকিছু এলাকার কৃষকের দুর্ভোগের কথা জেনে ফুলকপি কিনেছি ন্যায্যমূল্যে। অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান থাকবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভবান না করে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি সেতুবন্ধনের চেষ্টা করে আসছে স্বপ্ন। এই চেষ্টা সবসময় অব্যাহত থাকবে।

জেলা কৃষি বিপনন অনুসন্ধান কর্মকর্তা জিব্রাইল হোসেন জানান, বর্তমানে বাজারে ফুলকপির সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় এই সবজির চাহিদা কমে গেছে। যার কারণে কৃষকরা লোকসানে পড়েছে। লোকসান থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে বিভিন্ন ব্যাবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে কৃষকদের সাথে সংযোগ করে দিচ্ছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

‘স্বপ্ন’-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির এ প্রসঙ্গে জানান, কৃষকের পাশে শুরু থেকেই আছি। তাঁদের মুখে হাসি সবসময়ই দেখতে চাই। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ‘স্বপ্ন’।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃঞ্চ হালদার বলেন, প্রতিবছর এ মৌসুমে মেহেরপুরে ব্যাপক ভাবে বাঁধাকপি ও ফুলকপির আবাদ হয়। হঠাৎ দরপতন হয়েছে। স্বপ্নকে এমন উদ্যোগ নেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি । সেই সাথে বাইরের বাজারে পাঠানোর চেস্টা করছি।